জি এন এস পি
নিউজলেটার
সংখ্যা ০১ । সাল ০১
জুলাই-ডিসেম্বর
২০১০

বাংলাদেশের এমডিজি পুরষ্কার লাভ

শিশু মৃত্যু হার হ্রাসে বিশেষ সাফল্যের জন্য বাংলাদেশ সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা তথা মিলেনিয়াম ডেভেলপমেন্ট গোল (এমডিজি) পুরষ্কার লাভ করেছে। ২০১০ সালের সেপ্টেম্বরে জাতিসংঘের ৬৫তম সাধারণ অধিবেশনের প্রাক্কালে বাংলাদেশের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এ পুরষ্কার গ্রহণ করেন। পুরষ্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে এমডিজি বাস্তবায়নে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বের ভূয়সী প্রশংসা করা হয়।

উল্লেখ্য, দশ বৎসর পূর্বে ২০০০ সালে তৎকালীন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার উপস্থিতিতে জাতিসংঘের Millennium Summit এ বিশ্ব নেতৃবৃন্দ ৮টি সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (এমডিজি) নির্ধারণ ও চূড়ান্ত করেন। পরবর্তীতে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধান ও বলিষ্ঠ নেতৃত্বে যে উন্নয়ন কর্মসূচী গ্রহণ ও বাস্তবায়ন শুরু করা হয়, তারই ফলশ্রুতিতে শিশু মৃত্যুর হার ১৪৬ (১৯৯০) থেকে হ্রাস পেয়ে ৬৫ (২০০৭) হয়েছে। এমডিজি-৪ এর লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী ২০১৫ এর মধ্যে আমাদের এ হার ৪৮এ হ্রাস করতে হবে।

মাতৃ মৃত্যু হার (এমএমআর) হ্রাসে সাফল্য

শিশু মৃত্যু হার হ্রাসের পাশাপাশি বাংলাদেশ মাতৃ মৃত্যু হার হ্রাসে এমডিজি-৫ এর লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের পথে রয়েছে। National Institute of Population, Research and Training (NIPORT) কর্তৃক সম্প্রতি প্রকাশিত Bangladesh Maternal Mortality and Health Care Survey (BMMS) ২০১০ হতে দেখা যায় যে মাতৃ মৃত্যু হার ৩২২ (২০০১) হতে হ্রাস পেয়ে ১৯৪ (২০১০) হয়েছে। সামগ্রিকভাবে মাতৃ মৃত্যু হার গত ৯ বৎসরে শতকরা ৪০ ভাগ হ্রাস পেয়েছে। এ সময়ে গড় বাৎসরিক হ্রাসের হার অর্জিত হয়েছে শতকরা ৫.৫ ভাগ যা লক্ষ্যমাত্রার চেয়ে সন্তোষজনক (প্রয়োজন ছিল ৫.৪)। উল্লেখ্য, ১৯৯১ সালে দেশে মাতৃ মৃত্যু হার ছিল ৫৭৪। এমডিজি-৫ লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের জন্য ২০১৫ নাগাদ এ হার ১৪৩ এ হ্রাস করতে হবে। বর্তমান ধারা অব্যহত থাকলে বাংলাদেশ শিশু মৃত্যু হার হ্রাসের পাশাপাশি মাতৃ মৃত্যু হার হ্রাস সংক্রান্ত এমডিজি'র লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করতে সক্ষম হবে, যা বাংলাদেশের উন্নয়ন লক্ষ্য অর্জনে একটি কৃতিত্বপূর্ণ সাফল্য হিসাবে বিবেচিত হবে। ইতোমধ্যে, এ সাফল্যের ধারাবাহিকতা অক্ষুন্ন রাখা এবং একে আরো গতিশীল করার লক্ষ্যে পরবর্তী Health, Population and Nutrition Sector Development Programme এ ব্যাপক কর্মকান্ড অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

পরবর্তী সেক্টর কর্মসূচী প্রণয়ন অগ্রগতি

পাঁচ বৎসর মেয়াদী (২০১১-১৬) পরবর্তী Health, Population and Nutrition Sector Development Programme (HPNSDP) প্রণয়নের কাজ পূর্ণ গতিতে এগিয়ে চলছে। চলতি HNPSP এর মেয়াদ আগামী ৩০ জুন ২০১১ সমাপ্ত হবে। ইতোমধ্যে সংশ্লিষ্ট সকল স্টেকহোল্ডারদের সাথে আলোচনাপূর্বক পরবর্তী সেক্টর কর্মসূচীর Strategic Plan এবং Result Framework চূড়ান্ত করা হয়েছে। সেপ্টেম্বর, ২০১০ এ উন্নয়ন সহযোগী কর্তৃক Pre-appraisal সম্পন্ন করা হয়েছে। HPNSDP-র প্রণয়নকৃত Programme Implementation Plan (PIP) অনুমোদনের জন্য ইতোমধ্যে পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ করা হয়েছে। উল্লেখ্য, নতুন এ সেক্টর কর্মসূচীর রাজস্ব ও উন্নয়ন খাতে মোট প্রাক্কলিত ব্যয় ধরা হয়েছে ৫৬৬৬৫ কোটি টাকা। এর মধ্যে বাংলাদেশ সরকারের ব্যয় হবে শতকরা ৭৬ ভাগ এবং উন্নয়ন সহযোগীদের সহায়তা হবে শতকরা ২৪ ভাগ উন্নয়ন বাজেটের আওতায় ব্যয় হবে ২৩০০০ কোটি টাকা যার মধ্যে বাংলাদেশ সরকারের বিনিয়োগ হবে ৮২৫৫ কোটি টাকা।

প্রস্তাবিত HPNSDP-তে ওপারেশনাল প্যান (ওপি) এর সংখ্যা সমন্বয়পূর্বক বর্তমানের ৩৮ হতে হ্রাস করে ৩২টি করা হয়েছে। এ ছাড়া National Nutrition Programme (NNP) এর কার্যক্রম আলাদা প্রকল্প আকারে না হয়ে স্বাস্থ্য অধিদপ্তর ও পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তরের নিয়মিত কর্মকান্ড হিসাবে পরিচালিত হবে। উল্লেখ্য, HPNSDP প্রণয়নে স্বাস্থ্য অর্থনীতি ইউনিট ও জিএনএসপি ইউনিট কারিগরি সহায়তা প্রদান করেছে।

Bangladesh National Health Accounts (BNHA III)

স্বাস্থ্য অর্থনীতি ইউনিট কর্তৃক সম্প্রতি প্রকাশিত ১৯৯৭-২০০৭ সালের Bangladesh National Health Accounts (BNHA-III) প্রতিবেদন হতে দেখা যায় যে ২০০৬-০৭ অর্থ বছরে দেশে স্বাস্থ্য খাতে মোট ব্যয় হয়েছে ১৬০৯০ কোটি টাকা যা ছিল জিডিপি'র শতকরা ৩.৪ ভাগ। এ সময়ে মাথাপিছু স্বাস্থ্য ব্যয় ছিল ১১১৮ টাকা যার মধ্যে ব্যক্তিগত উৎস (out of pocket expenditure বা OOP) থেকে এসেছে শতকরা ৬৪ ভাগ, সরকারী খাত (public sector) হতে শতকরা ২৬ ভাগ এবং বাকী ১০ভাগ এসেছে ব্যক্তিগত প্রতিষ্ঠান/স্বাস্থ্য বীমা, এনজিও এবং উন্নয়ন সহযোগীদের উৎস হতে। উল্লেখ্য, ১৯৯৭ সালে OOP ছিল শতকরা ৫৭ ভাগ। BNHA-III হতে দেখা যায় যে, ব্যক্তিগত উৎস থেকে স্বাস্থ্য ব্যয় ক্রমাগতভাবে বৃদ্ধি পাচ্ছে। এ থেকে উত্তরণের জন্য সরকার ইতোমধ্যে স্বাস্থ্য সেবা খাতে বিকল্প অর্থায়নের (alternative financing) পদ্ধতি হিসাবে স্বাস্থ্য বীমা চালু করার বিষয়টি সক্রিয়ভাবে বিবেচনা করছে।

Gender Issues Office (GIO) জিএনএসপি ইউনিটে স্থানান্তর

স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের (স্বাপকম) GIO শাখার কার্যক্রম সম্প্রতি জিএনএসপি ইউনিটে স্থানান্তর করা হয়েছে। এতদবিষয়ে স্বাপকম হতে গত ২১.১০.২০১০ তারিখে একটি অফিস আদেশ জারি হয়েছে। এ প্রেক্ষিতে জিএনএসপি ইউনিট এখন স্বাপকম এর জেন্ডার, শিশু স্বাস্থ্য এবং প্রতিবন্ধীদের স্বাস্থ্য বিষয়ক সকল কর্মকান্ডের ফোকাল পয়েন্ট হিসাবে দায়িত্বপ্রাপ্ত হয়েছে।

জেন্ডার বাজেট ২০১০-১১

অর্থ মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রকাশিত জেন্ডার বাজেট রিপোর্ট ২০১০-১১ হতে দেখা যায় যে, ২০১০-১১ অর্থ বছরে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের মোট বাজেট (রাজস্ব ও উন্নয়ন) ৮১৪৮ কোটি টাকার শতকরা ৩২.৩৩ ভাগ নারীর প্রয়োজনে ব্যয়ের জন্য বরাদ্দ করা হয়েছে। মোট বাজেটের নারীর অংশ এক-তৃতীয়াংশ হলেও উন্নয়ন বাজেটের শতকরা প্রায় ৫৪.১১ ভাগ ব্যয় হবে নারী স্বাস্থ্য সেবায়।

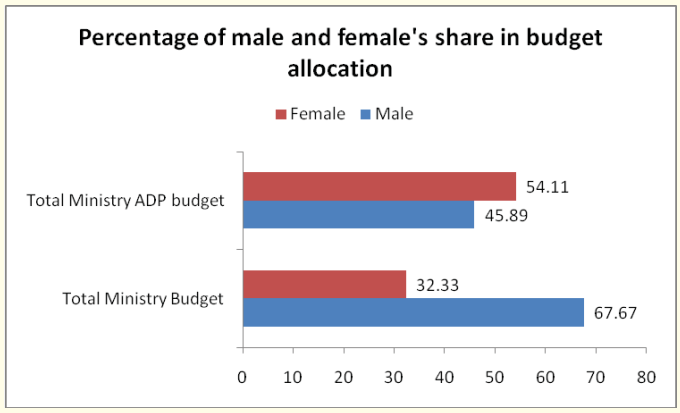

উৎস ঃ অর্থ মন্ত্রণালয়

Public Expenditure Review (PER)

জার্মান সরকারের উন্নয়ন সহযোগী Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH এর কারিগরি সহায়তায় স্বাস্থ্য অর্থনীতি ইউনিট ও জিএনএসপি ইউনিট এর কর্মকর্তাদের সমন্বয়ে গঠিত একটি টিম কর্তৃক ২০০৭-০৮ এবং ২০০৮-০৯ সালের PER প্রণয়নের কাজ চূড়ান্ত পর্যায়ে রয়েছে। এ বছরের Speical Theme হলো gender analysis of public expenditure in health। উল্লেখ্য, চলতি বছরই প্রথম স্বাস্থ্য অর্থনীতি ইউনিট ও জিএনএসপি ইউনিট এর সম্পূর্ণ নিজস্ব জনবল দ্বারা এ PER প্রস্তুত করা হয়েছে।

নারী নির্যাতন বিরোধী পিআইপি বাস্তবায়ন

জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের ম্যাট-২ ওয়ার্কশপের ২৯ ব্যাচের Team-A এর উদ্যোগে Making Upazila Health Complex more responsive to victims of violence against women (VAW): a model project in Tongibari, Munshiganj শীর্ষক একটি Performance Improvement Project (PIP) বাস্তবায়নের কাজ শুরু হয়েছে। এ PIP এর আওতায় মুন্সিগঞ্জ জেলার টঙ্গীবাড়ি উপজেলা স্বাস্থ্য কমপেক্স হতে নির্যাতনের শিকার নারীর জন্য স্থানীয় প্রশাসন ও জনসাধারণের অংশগ্রহণ ও সহযোগিতায় এবং ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে স্থাপিত One-stop Crisis Center (OCC)-র সাথে নেটওয়ার্কিং এর ভিত্তিতে উপযুক্ত মেডিকো-লিগ্যাল ও পুনর্বাসনমূলক সেবা প্রদান করা হবে। ইতোমধ্যে এ PIP বাস্তবায়নের জন্য স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় এবং মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় হতে অনুমোদন পাওয়া গেছে। উল্লেখ্য, PIP Team এর দলনেতা হলেন জিএনএসপি ইউনিটের উপপ্রধান (উপসচিব) মোঃ মাহবুব হোসেন।

জেন্ডার দৃষ্টিকোন হতে HNP খাতের মানব সম্পদ

অর্থ মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রকাশিত জেন্ডার বাজেট রিপোর্ট ২০১০-১১ হতে দেখা যায় যে, ২০০৯-১০ সালে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় এবং এর আওতাধীন বিভিন্ন দপ্তর/অধিদপ্তর/সংস্থায় কর্মরত মোট কর্মকর্তার শতকরা ২১.১ ভাগ ছিলেন নারী। ২০০৮-৯ সালে এ হার ছিল ২০.২। কর্মচারীদের মধ্যে উল্লেখিত দু'বছরে এ হার ছিল যথাক্রমে শতকরা ৪০.৫ এবং ৪০.৩ ভাগ। এ পরিসংখ্যান হতে স্পষ্ট হয় যে, স্বাস্থ্য ও জনসংখ্যা খাতে মানব সম্পদ হিসাবে নারীর অংশগ্রহণ প্রত্যাশিত পর্যায়ে না হলেও তা ক্রমশ বৃদ্ধি পাচ্ছে।

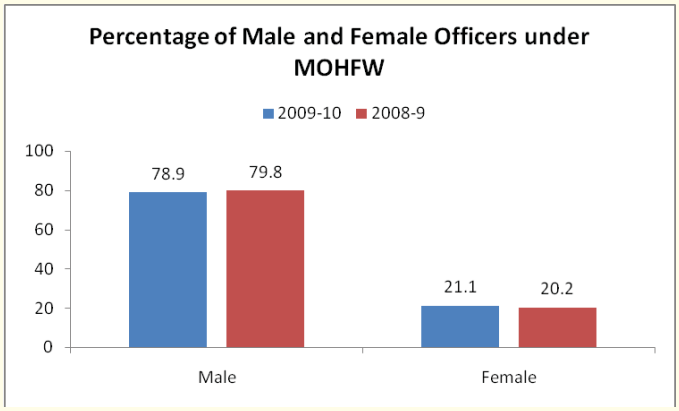

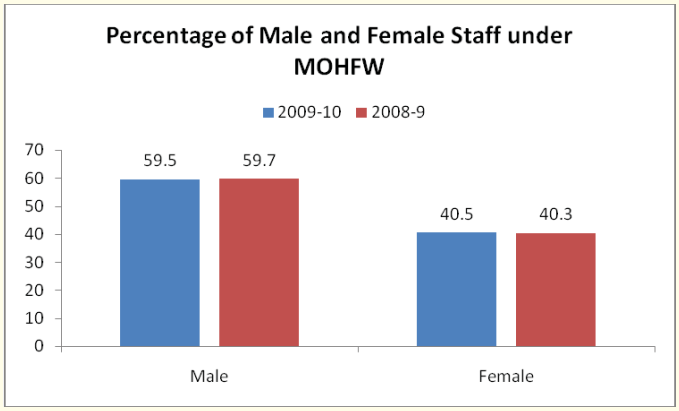

উৎসঃ অর্থ মন্ত্রণালয়

রংপুর ও ফরিদপুরে নতুন ওসিসি

মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে বাস্তবায়নাধীন 'নারী নির্যাতন প্রতিরোধকল্পে মাল্টিসেক্টরাল প্রোগ্রাম' শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় ঢাকা, চট্রগ্রাম, রাজশাহী, খুলনা, সিলেট ও বরিশাল এ অবস্থিত মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ইতোমধ্যে মোট ৬টি One-stop Crisis Center (OCC) স্থাপন করা হয়েছে। প্রকল্পের আওতায় নবগঠিত রংপুর বিভাগের রংপুর মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে দেশের ৭ম OCC স্থাপনের কাজ চলছে। সম্প্রতি দেশের ৮ম OCC ফরিদপুর মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে স্থাপনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে। উল্লেখ্য, প্রকল্পের সাথে স্বাক্ষরিত সমঝোতা স্মারক অনুযায়ী স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় OCC স্থাপন ও পরিচালনায় সংশ্লিষ্ট হাসপাতালে প্রয়োজনীয় স্থান সংকুলান এবং ডাক্তার ও নার্স নিয়োজিত করে থাকে।

Policy Briefs

স্বাস্থ্য অর্থনীতি ইউনিটের তত্ত্বাবধানে জার্মান সরকারের উন্নয়ন সহযোগী GIZ এর মাধ্যমে পরিচালিত নিম্নের তিনটি গবেষণা কার্যক্রমের ফলাফল ও সুপারিশ সম্বলিত তিনটি Policy Brief প্রকাশ করা হয়েছে-

১. Economic evaluation of demand side financing (DSF) programme for maternal health in Bangladesh;
২. Costing of maternal health services in Bangladesh; and
৩. Incentives to improve retention and performance of public sector doctors and nurses in Bangladesh.

মূলত নীতি নির্ধারকগণ যাতে স্বল্প সময়ে গবেষণালব্ধ ফলাফল ও সুপারিশের ভিত্তিতে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারেন সে কারণে Policy Brief প্রস্তুত ও বিতরণ করা হয়ে থাকে।

Bangladesh National Health Accounts (BNHA) প্রাতিষ্ঠানিকীকরণ

সরকার বাংলাদেশে BNHA প্রাতিষ্ঠানিকীকরণের (Institutionalization) সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে। এ লক্ষ্যে, স্বাস্থ্য অর্থনীতি ইউনিটে একটি BNHA Cell প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। প্রাতিষ্ঠানিকীকরণের প্রক্রিয়ায় বিশ্ব ব্যাংকের মাধ্যমে আন্তর্জাতিক উদ্যোগের সাথে বাংলাদেশ সম্পৃক্ত হয়েছে। সম্প্রতি স্বাস্থ্য অর্থনীতি ইউনিটের যুগ্ম প্রধান (যুগ্ম সচিব) জনাব প্রশান্ত ভূষণ বড়ুয়া বিশ্ব ব্যাংকের উদ্যোগে ওয়াশিংটনে অনুষ্ঠিত একটি আন্তর্জাতিক কর্মশালায় যোগ দিয়ে প্রাতিষ্ঠানিকীকরণের বিষয়ে সম্যক ধারণা লাভ করেছেন। উল্লেখ্য, বাংলাদেশে এ পর্যন্ত মোট ৩টি National Health Accounts সমীক্ষা পরিচালনা করা হয়েছে যার প্রত্যেকটি উন্নয়ন সহযোগীদের আর্থিক ও কারিগরী সহায়তায় outsourcing এর মাধ্যমে সম্পন্ন করা হয়েছিল। প্রাতিষ্ঠানিকীকরণের প্রক্রিয়া সম্পন্ন হলে সরকারের সক্ষমতা বৃদ্ধি পাবে এবং ন্যূনতম ব্যয়ে নিয়মিতভাবে সমীক্ষা পরিচালনা ও তার ফল প্রকাশ করা সম্ভব হবে বলে আশা করা হচ্ছে।

তৃতীয় National Strategic Plan for HIV/AIDS

পাঁচ বৎসর মেয়াদী চলমান দ্বিতীয় National Strategic Plan for HIV/AIDS (NSP) ৩০ জুন সমাপ্ত হবে। ২০১১-২০১৫ মেয়াদে বাস্তবায়নীয় তৃতীয় NSP প্রণয়নের কাজ বর্তমানে চলছে। এর আওতায় ৮ নং সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা বা এমডিজি-৮ অর্জনের প্রচেষ্টা নেয়া হবে।

নারী বান্ধব হাসপাতাল

দেশের হাসপাতালসমূহকে পর্যায়ক্রমে নারীর স্বাস্থ্য সেবার চাহিদা অনুযায়ী প্রস্তুত করতে Women Friendly Hospital Initiative এর আওতায় এ পর্যন্ত ১০টি জেলা হাসপাতাল (মানিকগঞ্জ, জয়পুরহাট, কক্সবাজার, রাজবাড়ী, নীলফামারী, ঠাকুরগাও, মৌলভীবাজার, নড়াইল. জামালপুর ও গাইবান্ধা) এবং ৩টি উপজেলা হাসপাতালকে (যশোরের চৌগাছা, চট্রগ্রামের ফটিকছড়ি এবং কিশোরগঞ্জের ভৈরব উপজেলা) নারী বান্ধব হাসপাতাল হিসাবে কার্যক্রম পরিচালনা করছে। বর্তমানে আরো ৫টি জেলা হাসপাতাল (শেরপুর, কিশোরগঞ্জ, মাদারীপুর, বান্দরবান এবং কুড়িগ্রাম) ও ১টি উপজেলা হাসপাতালকে (মৌলভীবাজারের বড়লেখা উপজেলা) নারী বান্ধব হিসাবে স্বীকৃতি প্রদানের জন্য baseline assessment করা হচ্ছে। উলেখ্য, বর্তমান নীতিমালা অনুযায়ী বিভিন্ন পর্যায়ের যাচাই ও মূল্যায়নের ভিত্তিতে সরকার গঠিত একটি National Accreditation Body কোন হাসপাতালকে নারী বান্ধব হাসপাতাল হিসাবে স্বীকৃতি প্রদান করে।

স্বাস্থ্য বীমা পাইলটিং

স্বাস্থ্য সেবা গ্রহণে OOP ব্যয় পর্যায়ক্রমে হ্রাস করে equity প্রতিষ্ঠা এবং দারিদ্র বিমোচন কর্মসূচীকে বেগবান করতে সরকার একটি বিকল্প অর্থায়ন ব্যবস্থা হিসাবে pilot আকারে স্বাস্থ্য বীমা কার্যক্রম পরিচালনা করার নীতিগত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে। এ লক্ষ্যে স্বাস্থ্য অর্থনীতি ইউনিটের মাধ্যমে জার্মান উন্নয়ন সহযোগী KfW এর নিযুক্ত GFA-র পরামর্শক কর্তৃক বিভিন্ন পর্যায়ের স্টেকহোল্ডারদের সাথে আলোচনার ভিত্তিতে প্রস্তাবিত স্বাস্থ্য বীমার একটি খসড়া রূপরেখা প্রণয়ন করা হয়েছে। এ খসড়ার বিষয়ে সম্প্রতি সরকারের উচ্চ পর্যায়ের নীতি নির্ধারকদের সাথে মত বিনিময় করা হয়েছে। বর্তমানে খসড়া চূড়ান্তকরণ চলছে। এ পাইলট প্রকল্পে নারী বান্ধব সুবিধা বৃদ্ধিসহ জেন্ডার বিষয়ে বিশেষ ব্যবস্থা অর্ন্তভুক্ত থাকবে।

জুলাই-ডিসেম্বর ২০১০ মেয়াদে সক্ষমতা বৃদ্ধিমূলক কর্মকান্ড

প্রশিক্ষণঃ

ক. জিএনএসপি ইউনিটের উদ্যোগে ১৯-৩০ ডিসেম্বর ২০১০ মেয়াদে RPA অর্থায়নে ১০ কর্মদিবস ব্যাপী Different Aspects of Gender Issues শীর্ষক একটি প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়। এতে স্বাপকম ও এর আওতাধীন বিভিন্ন দপ্তর/অধিদপ্তর/ সংস্থা থেকে মোট ২৪ কর্মকর্তা অংশগ্রহণ করেন। এ প্রশিক্ষণের মূল লক্ষ্য ছিল অংশগ্রহণকারীদের স্বাস্থ্য ও জনসংখ্যা খাতে জেন্ডার বিষয়ে সংবেদনশীল করা।

খ. স্বাস্থ্য অর্থনীতি ইউনিট হতে সেপ্টেম্বর ২০১০ মাসে ১০ কর্মদিবস ব্যাপী Public Procurement Regulation শীর্ষক একটি প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়। এতে স্বাপকম ও এর আওতাধীন বিভিন্ন দপ্তর/অধিদপ্তর/সংস্থা থেকে মোট ২০ কর্মকর্তা অংশগ্রহণ করেন। অংশগ্রহণকারীদের গণখাতে ক্রয় পদ্ধতি সম্পর্কে দক্ষতা বৃদ্ধি করাই ছিল এ প্রশিক্ষণের মূল লক্ষ্য।

কর্মশালাঃ

গ. WHO Biennium Programme 2010-11 এর আওতায় জিএনএসপি ইউনিটের উদ্যোগে বরিশাল ও সিলেট বিভাগীয় Gender Sensitization Workshop আয়োজন করা হয়েছে। তিনদিন ব্যাপী এ ওয়ার্কশপ সমূহে স্বাপকম এর অধিনস্ত দপ্তর/ অধিদপ্তর এর জেলা/বিভাগীয় পর্যায়ের কর্মকর্তা, উপজেলা/ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান/মহিলা ভাইস চেয়ারম্যানগণ অংশগ্রহণ করেছেন। অংশগ্রহণকারীদের জেন্ডার বিষয়ে সংবেদনশীল করা ও স্বাস্থ্য কেন্দ্রসমূহকে জেন্ডার সংবেদনশীল করতে করণীয় বিষয়ে দক্ষতা বৃদ্ধি করাই ছিল কর্মশালার লক্ষ্য। উল্লেখ্য, জার্মান উন্নয়ন সহযোগী GIZ এ কর্মশালা আয়োজনে কারিগরী সহায়তা প্রদান করেছে।

ঘ. স্বাস্থ্য অর্থনীতি ইউনিট এর উদ্যোগে স্বাস্থ্য বীমা পাইলট মডেল প্রণয়নের জন্য ০২টি কর্মশালা আয়োজন করা হয় যাতে মূলত স্বাপকম ও এর আওতাধীন বিভিন্ন দপ্তর/অধিদপ্তর এর কর্মকর্তা, বেসরকারী বীমা কোম্পানী, গবেষক ও শিক্ষাবিদ, সুশীল সমাজের প্রতিনিধিগণ অংশগ্রহণ করেন।

ঙ. স্বাস্থ্য অর্থনীতি ইউনিট BNHA 1997-2007 প্রকাশ করার নিমিত্ত ১৯ আগষ্ট ২০১০ GIZ এর কারিগরি সহায়তায় একটি dissemination workshop আয়োজন করে। এ কর্মশালায় স্বাপকম ও এর আওতাধীন বিভিন্ন দপ্তর/অধিদপ্তর এর কর্মকর্তা, গবেষক ও শিক্ষাবিদ এবং সুশীল সমাজের ৮৬ জন প্রতিনিধিগণ অংশগ্রহণ করেন।

সম্পাদনা পরিষদ

উপদেষ্টা
প্রশান্ত ভূষণ বড়ুয়া
যুগ্ম প্রধান (যুগ্ম সচিব), স্বাস্থ্য অর্থনীতি ইউনিট

প্রধান সম্পাদক
মোঃ মাহবুব হোসেন
উপ প্রধান (উপ সচিব), জিএনএসপি ইউনিট

সম্পাদক
মোঃ আবদুস সামাদ
সিনিয়র সহকারী প্রধান (সিনিয়র সহকারী সচিব), জিএনএসপি ইউনিট

সহযোগী সম্পাদক
ড. মহিউদ্দীন আহমেদ
সিনিয়র সহকারী প্রধান (উপ সচিব), জিএনএসপি ইউনিট

নূর মোহাম্মদ মাসুম
সিনিয়র সহকারী প্রধান (সিনিয়র সহকারী সচিব), জিএনএসপি ইউনিট